দামুড়হুদা উপজেলায় কঠোর লকডাউনের ৫ম দিন! নজরকাড়া ভূমিকা ছিলো প্রশাসনের

দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে লকডাউনের শনিবার ছিলো ৫ম দিন। প্রশাসনের ভূমিকা ছিলো অন্যান্য দিনের মতোই নজরকারা। রাস্তায় রাস্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উপস্থিতি ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে অর্থদন্ড আদায় ও বিভিন্ন রাস্তার প্রবেশদ্বার গুলো ছিলো বড় বড় গাছের গুড়ি ও বাঁশ বেঁধে ব্যারিকেড দেয়া।

শনিবার লকডাউনের ৫ম দিনেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছিলো আষাঢ়ের রিমঝিম বৃষ্টি, বৈরী আবহাওয়া। তবে মানুষের রাস্তায় চলাচলে ছিলো অন্যান্য দিনের থেকে অনেক বেশী সচেতনতা। লকডাউন বাস্তবায়নে সাধারন মানুষের মাঝেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাঁচা বাজারে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে।

গতকাল চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন নজরুল ইসলাম সরকার একটি গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসনকে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলোঃ সকল প্রকার গণপরিবহ, রিক্সা, ভ্যান, সিএজি, ইজিবাইক, বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল চলাচল সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরী পরিবহন যেমনঃ ঔষধ, কাঁচামাল, কৃষিপণ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরন্জাম সংগ্রহকারী পরিবহন চলবে, সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং সেবা আওতামুক্ত থাকবে। সকল পানের হাট ও গরুর হাট সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। হোটেল, রেস্তোরা সন্ধা ৭-৩০ পর্যন্ত খাদ্য বিক্রয় ও সরবরাহ করতে পারবে। চায়ের দোকান সহ সমস্ত শপিংমল সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। দূরপাল্লার সকল বাস চুয়াডাঙ্গা টার্মিনাল থেকে যাত্রী ওঠাবে এবং নামাবে। সকল প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক, রাজনৈতিক, পর্যটন, বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে। এ আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

অপরদিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান লকডাউন বাস্তবায়নে গতকালও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মনিটরিং করেছেন। কখনো গাড়ীতে চড়ে আবার কখনো পায়ে হেঁটে মানুষের মাঝে সচেতনতার বার্তা পৌঁছেদেন। এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা

রহমান সহ ৪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে কয়েক জনকে অর্থদন্ডও প্রদান করেন। এদিকে গতকালও সীমান্তে বিজিবির ভূমিকা ছিলো কঠোর।

অন্যদিকে গতকাল দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমানের নির্দেশে পুলিশ কঠোর ভূমিকা পালন করেন। আনসার বাহিনীর সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশের ভূমিকাও ছিলো প্রশংসনীয়।

মেহেরপুরে ১৯ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১০ জন, গাংনীতে ৪ জন এবং মুজিবনগরে ৪ জন ও কুষ্টিয়ার আমলা এলাকার ১ জন। গতকাল শনিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২৫৮ জন। তার মধ্যে সদরে ৭২ জন, গাংনীতে ১০৯ জন এবং মুজিবনগরে ৭৬ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৩৩ জন। সদর-১৩, গাংনী-১৩ এবং মুজিবনগর- ৭ জন। এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

আলমডাঙ্গায় ভূমিহীন মহিলাকে

সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র : সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ী বাজারের এক অসহায় ভূমিহীন মহিলাকে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের সুবিচার চেয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে ভুক্তভূগী পরিবার। শনিবার বিকেলে ঘোলদাড়ি বাজারে এ সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে আইলহাঁস ইউনিয়নের কুঠিপাইকপাড়া গ্রামের ফজলু রহমানের মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা তাসলিমা খাতুন জানান, তিনি আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের তালিকাভুক্ত ভূমিহীন। গত ৬ মাস আগে ছয়ঘোরিয়া মৌজার সরকারি ভিপি ১০৬৫-৬৬-৬৭ দাগে ৫৬ শতক জমির মধ্যে ৪ শতক জমির ওপর বসতঘর নির্মাণ করে দুটি মেয়ে নিয়ে বসবাস করছেন।

ওই জমি ভেদামারি গ্রামের মৃত মুন্নাফ গাইনের ছেলে হাবিল, আকবর ও আলী হোসেন জমিটি নিজেদের দাবি করে বিভিন্ন ভাবে জমি থেকে উচ্ছেদের চক্রান্ত করছে। মামলা মকদ্দমা করে হয়রানি করছে। বাড়ির একপাশে রাতের আধারে প্রাচীর নির্মাণ করে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

এছাড়া তার প্রতিবেশী সুয়াত, খাইরুল, আকরম, আব্দুল একরামুলসহ তাদের স্ত্রীরা যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করার পাঁয়তারা করছে। এছাড়া আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি ও গালিগালাজ করে আসছে।

তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ভূমিহীন অসহায় হিসেবে প্রশাসনের সহযোগিতা ও সুষ্ঠু বিচার কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা আক্রান্ত হয়ে রিজিয়া খাতুন (৮০) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। রিজিয়া খাতুন শহরের নতুনপাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের স্ত্রী।

এ নিয়ে গেল ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, রিজিয়া খাতুন করোনা পজিটিভ হলে হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল। শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়ায় একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৮ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা সবাই করোনা পজিটিভ ছিলেন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত একজন মারা যান।

গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ১১২ রোগী শনাক্ত হয়েছে। একদিনে পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার প্রায় ৩২ শতাংশ।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার বলেন, শুক্রবার রাতে ৭ জন মারা গেছে। আর শনিবার সকালে মারা যান একজন। এটিই এ হাসপাতাল তথা জেলায় একদিনে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু।

এদিকে, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ১০০ শয্যার বিপরীতে বর্তমানে ১১৩ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। ওয়ার্ডে নতুন করে আর কোনো রোগী ভর্তির সুযোগ নেই। এ পরিস্থিতিতে হাসপাতাল থেকে ৩০ জন সাধারণ রোগীকে পাশের মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিস হাসপাতালে স্থানাস্তর করেছে কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতালে দেখা দিয়েছে অক্সিজেন সংকট। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে যেসব রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে, সেসব রোগীর প্রত্যেকেরই অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি গত ১১ জুন মধ্যরাত

থেকে অধিক সংক্রমিত কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় ৭ দিনের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবে এই বিধিনিষেধ অনেকটা কাগজেকলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঠ পর্যায়ে তা খুব একটা কার্যকর হতে দেখা যায়নি।

শুক্রবার ওই বিধিনিষেধের মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে আরও ৭ দিনের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে করোনা প্রতিরোধ কমিটি। তবে শনিবার সকাল থেকে এই বিধিনিষেধ কার্যকর করতে প্রশাসনের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

ঈদের পর থেকে কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণের মাত্রা কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না, ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শুক্রবারও আক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়েছে।

শুক্রবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পিসিআর ল্যাবে মোট ৩৬৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ১১২টি নমুনা পজিটিভ আসে। পরীক্ষার বিপরীতে আক্রান্তের হার প্রায় ৩২ শতাংশ। নতুন শনাক্ত হওয়ার রোগীর মধ্যে সদর উপজেলার সর্বোচ্চ ৭৫ জন, কুমারখালী উপজেলার ১৬ জন, মিরপুর উপজেলার ৪ জন, দৌলতপুরের ৫ জন, খোকসা উপজেলার ৪ জন ও ভেড়ামারা উপজেলার ৮ জন।

এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬১৭৫ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪ হাজার ৯৬৯ জন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১৪৮ জন।

আলমডাঙ্গায় ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষেরা আরো পাচ্ছেন ৪৫ ঘর, সংবাদ সম্মেলনে-ইউএনও

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন সব অসহায় মানুষকে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তার আওতায় আলমডাঙ্গায় আরও ৪৫ পরিবার নতুন ঘর পেতে যাচ্ছেন। প্রথম ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫০টি ঘর প্রদান করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে

এক সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আগামি রবিবার দ্বিতীয় ধাপে ভূমিহীন, গৃহহীন এসব পরিবারকে বিনামূল্যে দুই শতক জমিসহ সেমি পাকা ঘর প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১ লাখ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বিনামূল্যে জমিসহ ঘর প্রদানের পরিকল্পনার কথাও জানান নির্বাহি কর্মকর্তা। এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরো ১৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে মোট করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ২৪৮ জনে। গতকাল শুক্রবার রাতে সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সিভিল সার্জন জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আরও ৭০ জনের রিপোর্ট আসে এর মধ্যে ১৪ জনের পজিটিভ রিপোর্ট। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪৮ জন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার ৭০ জন, গাংনী উপজেলার ১০৬ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৭২ জন রয়েছে। জেলায় সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৯৭৭ জন এবং মুত্যুবরণ করেছেন সংখ্যা ৩১ জন। সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ভ্যান চালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি গ্রামের বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রমজান আলী
(৪৮) নামের এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত রমজান আলী ওই গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে। মধুহাটি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সকালে রমজান আলী মাঠ থেকে ঘাস কেটে মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে বাড়ির পাশে পৌঁছালে পল্লী বিদ্যুতের ঝুলে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে করোনা আক্রান্ত মৃত নারীর দাফন সম্পন্ন

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডুতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোছাঃ জাহানারা বেগম (৭০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত হবিবার রহমান বিশ্বাসের স্ত্রী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান জানান, জাহানারা বেগম করোনা উপসর্গে অসুস্থ হওয়ার পর হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। গত বৃহস্পতিবার তার করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। পরে চিকিৎসক তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করলেও তিনি নিজ বাড়িতে চলে আসেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতে তার মৃত্যু হয়। পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠিত (ইফা) কমিটি তার জানাযা শেষে নিজ গ্রামের গোরস্থানে দাফন করে। এ নিয়ে মোট ৮০ জন করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করলো ইফা গঠিত কমিটি।

ঝিনাইদহের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য বিভাগ! মাস্ক ও স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই

ঝিনাইদহে উদ্বেগজনক হারে করোনা সংক্রমন বাড়তে থাকায় মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হলেও স্বাস্থ্য সচেতনাতা নেই। রাস্তাঘাট, ব্যাংক ও অফিসে কেও স্বাস্থ্যবিধি মানছে না। পথচারীদের মাস্ক উধাও। থাকলেও থুতনির কাছে ঝুলছে।

ঝিনাইদহ শহরে অধিকাংশ মানুষ মাস্কবিহীন চলাচল করছে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহে নতুন করে ৫৪ জন আক্রান্ত হয়েছে। হরিণাকুন্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে জাহানারা খাতুন (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের হাবিবুর রহমানের স্ত্রী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিস্থিতি হয়তো এখানেই স্থির থাকবেনা। সংক্রমণ যে গতিতে বাড়ছে তাতে ঝিনাইদহ নিরাপদ থাকবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সীমান্তের জেলা হওয়ায় ঝিনাইদহ ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের পরবর্তী হটস্পট হতে পারে এমন শংকা বাড়ছে। এদিকে আজ শনিবার থেকে জেলা প্রশাসনের বিধি নিষেধ কার্যকর হচ্ছে। বিকাল ৫টার পর সব দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। শহরে ইজিবাইক, নছিমন, করিমন ও ভটভটি চলাচলে থাকছে বিধি নিষেধ। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠে নামছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, এ জেলার সাথে ভারতের ৭০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।

অনেকেই দালালদের সহায়তায় সীমান্ত রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে ফিরছেন। শুক্রবারও মিনতি পাল নামে এক নারীকে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার সময় আটক করেছে বিজিবি। এই নিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত ৯২৯ জনকে আটক করলো বিজিবি। অবৈধ পথে সীমান্ত পথে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।